বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

মার্চ ২০১৩, ফাল্গুন-চৈত্র ১৪১৯

মুদ্রানীতি

সম্পাদকীয়

অগ্নিঝরা মার্চ বাঙালির জীবনে প্রত্যয় দীপ্ত, আনন্দে উদ্বেলিত এবং একই সঙ্গে বেদনায় বিষণ্ন একটি মাস। ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তে রাঙিয়ে, আত্মত্যাগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে ১৯৭১ এর এই মাসে সে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ দেশের মানুষ। স্বাধীনতা অর্জন তার চূড়ান্ত পরিণতি।

আপামর বাঙালি এ মাসে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবে স্বাধীনতার জন্য এ দেশের আত্মদানকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, শ্রদ্ধা নিবেদন করবে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জাতীয় নেতাদের, আত্মদানকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এবং নৃশংস গণহত্যার শিকার লাখো সাধারণ মানুষকে।

স্বাধীনতা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনকে অর্থপূর্ণ করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  গোলাম মহিউদ্দীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
- **প্রচ্ছদ**
  মালেক টিপু
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া
- **প্রচ্ছদলিপি**
  সৈয়দ লুৎফুল হক

স্মৃতিময় দিনগুলো

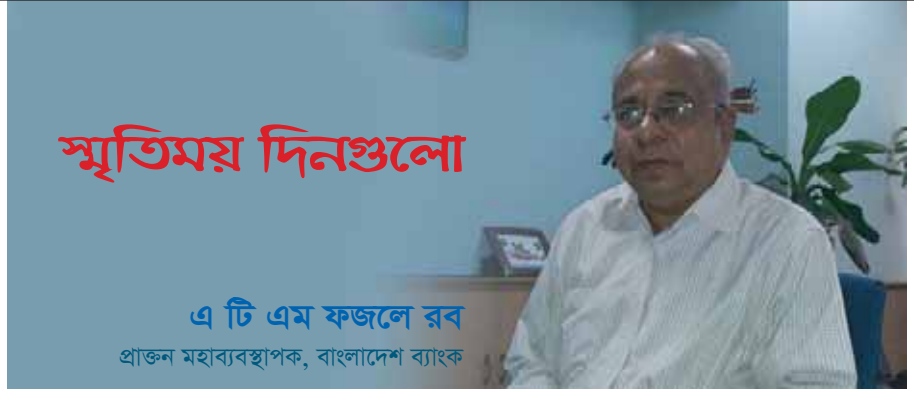

এ টি এম ফজলে রব

প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক

এ টি এম ফজলে রব বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক। ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন তিনি। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করার পর প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগসহ মতিঝিল, বগুড়া ও সিলেট অফিসে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্মৃতিময় দিনগুলো'তে আমরা অবসরপ্রাপ্ত এই কর্মকর্তার সাথে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করবো।

বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন–

১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের পরেই আমাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ-এ পাঠানো হয় বিবিটিএতে। তখন বিবিটিএ আনসার ভবনে ছিল। একবছরের এই স্মৃতি আমার জন্য খুবই সুখকর এবং আনন্দের। প্রশিক্ষণ শেষেই মতিঝিল অফিসের কয়েন ভল্টে এক বছরের জন্য আমার প্রথম পোস্টিং হয়। এটাও আমার জন্য একটি বিরল অভিজ্ঞতা। তখন আমি টাকার চলাচল এবং সার্কুলেশন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

আপনাদের ব্যাচের অনেক কর্মকর্তা এখনও বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত। তাদের সাথে আপনার কোন বিশেষ স্মৃতি রয়েছে?

ব্যাচমেটদের সকলের মধ্যেই সম্পর্ক ছিল খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিক। পরস্পরকে সহায়তা করার জন্য আমরা একটি সমিতি করেছিলাম। সমিতির নাম ছিলো Friends Economic Cooperation। প্রাথমিকভাবে ২৫ টাকা মাসিক চাঁদায় সমিতির কাজ আরম্ভ করলেও এই সমিতি থেকে আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং বিপদে সহায়তা নিয়েছি। একই ব্যাচের সহকর্মীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি ছিল অপরিসীম।

অবসরে আপনি কি করছেন?

আমি অবসর যাপন করি বই পড়ে এবং ইন্টারনেটে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করে। ধর্মচর্চা আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সে বিষয়েও আমি উল্লেখযোগ্য সময় দেই। দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে বিবাহিতা। স্ত্রী এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া ছোট মেয়েকে নিয়ে আমার সংসার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক পরিবর্তনকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং খাতকে গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্প্রতি গৃহীত কিছু পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, সিআইবি, মোবাইল ব্যাংকিং, গ্রিন ব্যাংকিং ইত্যাদি পদক্ষেপ শুধু গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই বাড়াচ্ছে না, বরং বাংলাদেশকে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সেবা সম্পন্ন দেশে পরিণত করেছে। তবে বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্টের আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়নি যা আমাকে হতাশ করে।

আপনাদের সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বর্তমানের বাংলাদেশ ব্যাংককে কিভাবে তুলনা করবেন?

বিভিন্ন উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগে বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্যই আগের চেয়ে অনেক ভাল করছে। এক সময় বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি হিসেবে গ্রহণ করলো- জনবল কমানো হবে, দক্ষতা বাড়ানো হবে। একটা পর্যায়ে এসে এটা যেন বদলে গেছে। পদ বাড়ছে, লোকবল বাড়ছে, নিয়োগ ও পদোন্নতি হচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় দক্ষতা বাড়ছে না।

ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তাদের জন্য আপনার কি বক্তব্য?

উর্ধ্বতন বা অধঃস্তন - উভয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। অফিসের কাজের প্রতি সবসময় একনিষ্ঠ থাকতে হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ঘোষণা

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১২-১৩ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন) জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. হাসান জামান এবং ডেপুটি গভর্নরবৃন্দসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এই ঘোষিত মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, মুদ্রানীতিতে মুদ্রা সরবরাহ ও ঋণ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা আগের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে। কারণ চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সম্পদ ব্যাংক খাতে ঢুকে পড়েছে। তাই মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে।

ঘোষিত মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর মাধ্যমে দেশজ উৎপাদন বাড়িয়ে সরকার নির্ধারিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সেই সাথে গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি সাড়ে সাত শতাংশে নামিয়ে আনা। তবে প্রবৃদ্ধির সহায়ক উৎপাদনশীল খাতে অর্থ প্রবাহে শিথিলতা থাকলেও সম্পদের মূল্য যাতে ফুলে-ফেঁপে না ওঠে তার জন্য সংরক্ষণ নীতিতে থাকবে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান নিরুৎসাহিত করা হবে।

মুদ্রানীতিতে বলা হয়েছে, বিশ্বমন্দার কারণে চাহিদা কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সব মুখ্য নীতি সুদহার অর্থাৎ রেপো ও রিভার্স রেপোর সুদহার কমানো হচ্ছে। এছাড়াও চলতি অর্থবছর শেষে (জুন ২০১৩) সার্বিকভাবে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৭.৭ শতাংশ। মুদ্রানীতিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে।

মুদ্রানীতি ঘোষণাকালে গভর্নর বলেন, মুদ্রানীতির কার্যকর প্রয়োগ সুষ্ঠুতর করতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেল বা প্রয়োগ পথগুলো সুগম করার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। মুদ্রানীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্য আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতাও জরুরি। বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে তার মনোযোগ বিশেষভাবে জোরদার করেছে। এছাড়াও আমানত ও ঋণের সুদহার কমানোর বিষয়েও বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

‘ড্যাশবোর্ড অন মনিটরিং অব এফএক্স ট্রানজেকশন্স’ এর উদ্বোধন

আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম তদারকির জন্য ইলেক্ট্রনিক ড্যাশবোর্ড চালু করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গভর্নর ড. আতিউর রহমান ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনে Dashboard on Monitoring of FX Transactions এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. হাসান জামান, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকগণসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্বাহীগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট ও অন-সাইট সুপারভিশনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং ও সুপারভিশন অধিকতর কার্যকর হবে। তাছাড়া, ড্যাশবোর্ড ও সংশ্লিষ্ট রিপোর্টিং সফট্ওয়্যার মডিউলগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে এলসি, ব্যাক টু ব্যাক এলসি, ইনল্যান্ড এলসি, ইনল্যান্ড বিল পারচেজ, রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণ, রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন, বকেয়া রপ্তানি বিল ও মেয়াদোত্তীর্ণ রপ্তানি বিল, ওয়েজআর্নার্স রেমিটেন্সসহ সকল বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের তথ্য জানতে পারবে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং ও সুপারভিশন আরো নিবিড় ও জোরদার হবে। শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নয় এসকল সিস্টেমের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের নিজ নিজ শাখাগুলো মনিটর ও সুপারভাইজ করতে পারবে। উল্লেখ্য, এ সফটওয়্যারের মডিউলগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট ও আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে তৈরি করেছে।

ব্যাংক ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠান ২২ জানুয়ারি ২০১৩ প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী এবং নাজনীন সুলতানা। এছাড়া নির্বাহী পরিচালকগণ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ সহিদুল ইসলাম। কার্যকরী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাকসুদুর রহমান খান সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, নতুন কর্মকর্তাদের ব্যাংক ক্লাবের কার্যক্রমের সাথে আরও বেশি করে যুক্ত করতে হবে। গভর্নর ব্যাংক ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এর আগে গভর্নর ব্যাংক

ক্লাবের নব নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ করান।

অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা ক্লাবের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং ক্লাব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সকলে যাতে নির্মল আনন্দ উপভোগ করেন সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখার জন্য পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ক্লাব কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ব্যাংক ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের
প্রয়াত সাবেক ডেপুটি গভর্নর

এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে শোকসভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এ.কে. গঙ্গোপাধ্যায় (অসিত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়) ১৪ জানুয়ারি ২০১৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে একটি শোক সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং মহাব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও প্রয়াত ডেপুটি গভর্নরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশ নেন।

গভর্নর তাঁর বক্তব্যে প্রয়াত এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলাদেশের নতুন ধারার ব্যাংকিং এর অন্যতম প্রধান অগ্রদূত হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আজকের গ্রামীণ ব্যাংককে বর্তমান অবস্থানে উন্নীত করার প্রাথমিক পর্যায়ে সাবেক ডেপুটি গভর্নর এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এ.কে. গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মেধাবী, কর্তব্যপরায়ণ ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তারাই আজকের বাংলাদেশের শক্তিশালী ব্যাংকিং খাতের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে বলে গভর্নর তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

সভায় প্রয়াত এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায়কে স্মরণ করে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ড. সোহরাব উদ্দিন, এ.এইচ. তৌফিক আহমেদ, মুরশিদ কুলি খান, সাবেক নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ আশরাফ আলী, বিশিষ্ট ব্যাংকার এ বি এস আহমেদ, এ কিউ সিদ্দিকী, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক মহাব্যবস্থাপক ইউসুফ হারুন আবেদী, বর্তমান ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান।

উল্লেখ্য যে, এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৫০ সালের ২৯ মার্চ তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক পদে যোগ দেন এবং ১৯৭৬ সালে ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ১৯৮৩ সালের ২১ জানুয়ারি আইএমএফ এর রিসার্চ অ্যাডভাইজার হিসেবে ন্যাশনাল ব্যাংক অব লাইবেরিয়াতে ডেপুটেশনে যোগদান করেন এবং সেখানে চাকরিরত অবস্থায় ৩১ অক্টোবর ১৯৮৩ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অবসর গ্রহণ করেন।

ব্যাংকিং কার্যক্রম
শক্তিশালী ও অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে

সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা

ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম শক্তিশালী ও অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য সপ্তাহব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১৫ নভেম্বর ২০১২ থেকে ২১ নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। এছাড়া নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের মহাব্যবস্থাপক এস, এম, রবিউল হাসান কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাংকিং খাতের নজরদারিতে কৌশলগত পরিবর্তন আনার বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে বিদ্যমান ঝুঁকি হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ব্যাংকগুলোকে সঠিকভাবে ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও মনিটরিং যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। কার্যকর একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে ব্যাংকগুলোর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) আরও উন্নত ও আধুনিকীকরণের নির্দেশনাও তিনি প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী বলেন, এই কর্মশালাটি ব্যাংকে বিদ্যমান প্রধান প্রধান ঝুঁকি (যেমন- ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, রেপুটেশনাল রিস্ক, মূলধন ব্যবস্থাপনা, অভিঘাত শোষণ ক্ষমতা ইত্যাদি) চিহ্নিতকরণ ও তা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মহাব্যবস্থাপক এস, এম, রবিউল হাসান ওয়ার্কশপটির বিষয়বস্তু এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, এ কর্মশালায় বিভিন্ন ব্যাংকের চীফ রিস্ক অফিসারসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

বগুড়া অফিসে এসএমই বিষয়ক

মত বিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের উদ্যোগে এ অঞ্চলের আওতাধীন বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আঞ্চলিক প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে ৬ জানুয়ারি ২০১৩ এসএমই বিষয়ক এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক এ, এইচ, এম কায়-খসরু। সভায় নারী এসএমই উদ্যোক্তাসহ অন্য উদ্যোক্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি এ সভায় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৪৮জন এসএমই উদ্যোক্তার মাঝে তাৎক্ষণিকভাবে ৫.৮৯ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করেন।

চার বছরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন বিষয়ক মতামত

ব্যাংকিংয়ের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিকরণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক গত চার-পাঁচ বছরে যে কর্মতৎপরতা দেখিয়েছে তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে বিপ্লব। বিশেষ করে ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক এবং এটিএম মেশিনের প্রচলন ব্যাংক ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিয়েছে দেশব্যাপী, ব্যাংকিং সেবা এখন আপামর জনসাধারণের নাগালে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিশ্বমানে পৌঁছাতে খুব বেশি দেরি আছে বলে মনে হয়না।

জগলুল আলম
এডিটর-ইন-চীফ, বাংলাদেশ ফার্স্ট

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে।
তবে এই ব্যাংকের এমন কিছু ব্যবস্থা নেয়া উচিত যা হবে কৃষি ও কৃষকবান্ধব। কৃষক অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য পেলে গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

ফজলুল বারী
নির্বাহী সম্পাদক
অর্থনীতি প্রতিদিন

দেশের ব্যাংকগুলো এখন প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের পর্যায় পেরিয়ে আধুনিকতা ও প্রযুক্তির বিস্তৃত ক্ষেত্রে পা রেখেছে। বিগত চার বছর ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং খাতকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে।
ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি ওয়েব সাইটে সহজলভ্য করায় ব্যাংকগুলোর জন্যে সুবিধা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এই সময়কালে ঝুঁকি নিরূপণ, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, ঋণের বিপরীতে সংস্থান রাখার লক্ষ্যে স্ট্রেস টেস্টিং, আমানত অগ্রিম অনুপাত নির্দিষ্টকরণ ও আরআইটি বাস্তবায়ন এর ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।
মুদ্রাবাজার পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশে শিক্ষা খাতের মতো বিশেষ ক্ষেত্রে দেশ থেকে বিদেশে মুদ্রা পাঠানোর নিয়ম শিথিল করেছে।
মানিলন্ডারিং ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিহত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অব্যাহত প্রয়াসের অংশ হিসেবে ২০০৯ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ-২০০৮ ও সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ-২০০৮ জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইনে পরিণত করা হয়। এই আইন এবং ব্যাংকিংয়ে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে সর্বসাধারণকে সচেতন করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২৬ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত সারাদেশব্যাপী রোড শো'র আয়োজন করা হয়। এছাড়াও নিকাশ প্রক্রিয়া, সিআইবি, মোবাইল ব্যাংকিং, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, অনলাইন রিপোর্টিং ও গ্রিন ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনমূলক ভূমিকার কল্যাণে ব্যাংকিং খাত আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

মোহাম্মদ নূরুল আমিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী
এনসিসি ব্যাংক লিঃ এবং চেয়ারম্যান, এবিবি।

ব্যাংক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের গতিশীল নেতৃত্বে বিগত চার বছরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর একটি নবযুগে প্রবেশ করেছে। উন্নত বিশ্বের ব্যাংকিং সেবার সমমানসম্পন্ন আধুনিক এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা নিশ্চিত করতে মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, অনলাইন সিআইবি, অনলাইন এলসি মনিটরিং, ই-কমার্স, অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে, সেকেন্ডারি বন্ড মার্কেট এবং সবশেষে বৈদেশিক বিনিময়/ বাণিজ্যের লেনদেনসমূহ অনলাইনভিত্তিক মনিটরিং ও তদারকির জন্য ড্যাশবোর্ড চালু ইত্যাদি কার্যক্রম যুগান্তকারী বলে স্বীকৃত হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকিং সেবা জনগণের দোরগোড়া ছাড়িয়ে এখন হাতের মুঠোয় পৌঁছে গেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত গ্রিন ব্যাংকিং ধারণার উদ্ভাবন এবং এর সফল প্রয়োগের ফলে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের সূচনা হয়েছে। যুগোপযোগী একটি ব্যাংকিং ধারণার নাম এসএমই ব্যাংকিং। জামানত প্রদানে অক্ষম ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। তাছাড়া সিএসআর কার্যক্রমকে দারুণভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সকল ব্যাংককেই এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতসব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও কতিপয় বিপথগামী ব্যাংক কর্মকর্তার অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংকে যে অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে তা আমাদের সবার পেশাগত ব্যর্থতার একটি বড় উদাহরণ। ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা কাম্য মাত্রায় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি ও পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং নিরীক্ষাজনিত দুর্বলতা এখনো রয়ে গেছে। এসব সকলের আন্তরিক প্রয়াসে শীঘ্রই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী।

প্রদীপ কুমার দত্ত
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২০০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে উন্নত বিশ্বসহ বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলোর আর্থিক খাতে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতার ছোঁয়াচ থেকে বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে রক্ষা করে একটি সুব্যবস্থিত স্থিতিশীলতা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার পর পরই অর্থবছর ১১ ও ১২ এ বিশ্ব অর্থনীতি আবার মন্দার কবলে পড়ে। বাংলাদেশে এ মন্দাভাবের প্রভাব যথাসম্ভব সীমিত রাখা তথা সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের সুগভীর প্রত্যয়ের প্রেক্ষাপটে আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা আনয়ন, দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানব-সম্পদ উন্নয়নের জন্যে টেকসই সাম্য-সহায়ক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও গতিশীল ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, মানবিক এবং জনহিতৈষী বৈশিষ্ট্যে রূপান্তর করার জন্যে বিগত চার বছরে (২০০৯-১২) বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গতিশীল নেতৃত্বে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম ও ব্যাংকিং সেক্টরে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

মোঃ মনজুরুল হক
সাধারণ সম্পাদক, সিবিএ, বাংলাদেশ ব্যাংক

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

বিষ্ণুপদ বিশ্বাস

সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বেই অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সংকটের আশংকা করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা- বিশ্বব্যাংক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) ও IMF বিশ্বের খাদ্যমূল্য ও এর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এ সংস্থাগুলোর মতে, ২০০৮ সালের মহামন্দার পর বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিয়ে সমস্যা সৃষ্টির আশংকা ক্রমেই বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও উন্নত দেশগুলোতে বায়ো-ফুয়েল ও খাদ্যের অপচয় এ সংকটকে আরো তীব্রতর করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ২০১০ সালে বিশ্বের শস্য (corn) ব্যবহারের ১৪ শতাংশ বা যুক্তরাষ্ট্রের মোট শস্য উৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ ইথানল তথা বায়োডিজেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫.০ শতাংশ বেশি। ২০০০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে বিশ্বব্যাপী জৈব-জ্বালানি উৎপাদন ৫ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০১৫-২০২০ সালে বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, পোকামাকড়ের উপদ্রব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে অনীহা খাদ্য সংকটের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর গবেষণা প্রতিবেদন 'Global Food Losses and Food Waste'-এ দেখা যায় যে, সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ খাদ্যশস্য প্রতিবছর নষ্ট হয়, যা দিয়ে বিশ্বের মোট ক্ষুধার্ত মানুষের অভাব মিটানোর পরও উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। এ পরিস্থিতির ফলে সারা বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও প্রতি বছর ফসলভেদে ১৩-১৫ শতাংশ খাদ্যশস্য নানা কারণে অপচয় হয়।

বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধির বিপরীতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২ শতাংশের নিচে। ভারত ও চীনের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে (বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ) অর্থনীতির উচ্চ প্রবৃদ্ধি তথা আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। CNN-এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভারতে আয় বৃদ্ধির কারণে ২ কোটি জনগণ দিনে ১ বার খাবারের পরিবর্তে ২ বার খাবার গ্রহণ করায় খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। UNCTAD-এর এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিগত ৩০ বছরে বিশ্বে জনপ্রতি চাল ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬২ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৩ কেজিতে পৌঁছেছে এবং এশীয় দেশসমূহে চাল ব্যবহারের পরিমাণ বার্ষিক জনপ্রতি ১৫০ কেজিতে দাঁড়িয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৩ সালে খাদ্যপণ্যের দাম অন্তত ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। কারণ গত বছর বিশ্বব্যাপী প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারত ও মেক্সিকোয় ভয়াবহ খরা, ব্রাজিলে অসময়ে বৃষ্টি, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশে মৌসুমী বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন কম হয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা অক্সফাম প্রকাশিত 'Growing Better Future' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব নেতারা যদি বর্তমানে বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিবর্তন না আনেন তবে আগামী ২০ বছরের মধ্যে প্রধান খাদ্যপণ্যের দাম বর্তমান দাম থেকে দ্বিগুণ হবে। ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রধান খাদ্যপণ্যের দাম ১২০ শতাংশ থেকে ১৮০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাবে। শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্যপণ্যের দাম ৫০ শতাংশ বাড়বে বলে আশংকা করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের প্রভাব বলয়ের বাইরে নেই বাংলাদেশ। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) 'বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী একজন মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে দৈনিক ন্যূনতম ২১২২ ক্যালরি খাদ্যগ্রহণ করতে হয়। ন্যূনতম ক্যালরি পায় না বাংলাদেশে এমন মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ১০ লাখ, যার মধ্যে ১৮০০ ক্যালরিও গ্রহণ করতে পারে না এমন হতদরিদ্রের সংখ্যা ৩ কোটি ১০ লাখ। পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত সর্বশেষ খানা জরিপ অনুযায়ী, দেশে এ ধরনের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ। এ মানুষগুলোর বার্ষিক আয় ১৬০ থেকে ১৭০ ডলারের মতো। বিশ্বে অপুষ্টিতে ভুগছে এমন ৬৬ শতাংশ মানুষের বসবাস মাত্র সাতটি দেশে। এ তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশে শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যার সমাধান করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ৪৮ শতাংশ নবজাতক জন্মগত রোগে আক্রান্ত ও ২০ শতাংশ ডায়রিয়ায়, নিউমোনিয়ায় ১৫ শতাংশ ও অন্যান্য রোগে ১৭ শতাংশ অকালে মারা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ আতঙ্কিত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, সমুদ্র-তীরবর্তী এ দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলবর্তী জেলাগুলো এক সময় সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে। বিশ্বব্যাংকের মানচিত্রে থাকা বাংলাদেশের সবুজ ভূমি লবণাক্ত হয়ে যাবে, বিপন্ন হবে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য। নজিরবিহীন খাদ্য সংকটে পড়বে অতিরিক্ত জনসংখ্যার এ দেশটি। বর্তমানে লবণাক্ততা, উজানে পানি প্রত্যাহার, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও চিংড়িঘেরের কারণে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৮ জেলার ধান উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাকি ১৩ জেলাতেও ১০/১৫ বছরে একই অবস্থার উদ্ভব

হতে পারে। মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট-এর সর্বশেষ তথ্যমতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬২.৫২ শতাংশ কৃষিজমি লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে খাদ্য চাহিদা। আবশ্যক হয়ে উঠছে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন। শুধু খাদ্যই নয়, মানুষ বাড়লে তাদের বসবাসের জন্য তৈরি করতে হয় ঘর-বাড়ি, যোগাযোগের জন্য করতে হয় রাস্তাঘাট। এসবের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় হাট-বাজার, বিনোদন কেন্দ্র, কল-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব রকম অবকাঠামো। মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট-এর সর্বশেষ তথ্যমতে এ কারণে প্রতি বছর দেশের ০.১৩ শতাংশ হারে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে, চাপ পড়ছে কৃষি জমির ওপর। এভাবেই ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে বাংলাদেশের উৎপাদন উপযোগী কৃষি ভূমি।

স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘকাল দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল। গত ৩৫ বছরে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এবং প্রসারের ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে ঘাটতি মিটিয়ে দেশ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। সর্বশেষ ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৪৮ লাখ মেট্রিক টন ও আমদানি হয়েছে প্রায় ২০.১ লাখ মেট্রিক টন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের আমদানির তুলনায় ৬০.৫ শতাংশ কম। কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্য কৃষিপণ্য- আদা, সরিষাসহ অসংখ্য স্থানীয় ফসলের উৎপাদন কমেছে এবং আমদানি বেড়েছে কয়েক গুণ। এক সময় এ দেশের কৃষক যেসব পণ্য উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটাতো এখন তার অধিকাংশই বিদেশ থেকে আসছে। এর মধ্যে বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করেছে ভারত, মিয়ানমার, তুরস্ক ও পাকিস্তানের পিঁয়াজ; চীন, থাইল্যান্ড ও ভারতের রসুন; ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারত, মিয়ানমার ও শ্রীলংকার আদা; ভারত, তুরস্ক ও নেপালের মসুর ডাল; ভারত ও ইরানের জিরা; অস্ট্রেলিয়া, নেপাল ও ভারতের ছোলা; ভারতের মরিচ, সরিষা, ধনিয়া, হলুদ; মালয়েশিয়া ও আমেরিকার সয়াবিন ও পাম তেল ইত্যাদি।

ফসলি জমির পরিমাণ এবং উর্বরাশক্তি কমলেও বর্ধিত চাহিদার যোগান দিতে বাড়াতে হচ্ছে উৎপাদন। আর সেখানেই আসছে আরও বেশি সার ও কীটনাশক ব্যবহারের প্রশ্ন। এক ফসলি জমিকে পরিণত করতে হচ্ছে একাধিক ফসলি জমিতে। এতকাল যেসব জমি প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে চাষাবাদ করা হতো সেগুলোকে নিয়ে আসা হচ্ছে সেচের আওতায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়ে গেছে সেচ খরচ। প্রতিবছরই বাড়ছে সার, কীটনাশক, বীজসহ বিভিন্ন উপকরণের দাম। আর এ কারণে ব্যাপক হারে বাড়ছে কৃষকের উৎপাদন খরচ।

দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখার কারণেই সরকারকে এ খাতের প্রতি আরও অধিক নজর দেয়া আবশ্যক বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের পরিশ্রমে কৃষি খাতে উৎপাদন বাড়লেও সমৃদ্ধি আসেনি কৃষকের ঘরে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক ফসল উৎপাদন করলেও অধিকাংশ সময়ই এর ন্যায্যমূল্য পান না। ফলে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে প্রতিনিয়তই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন প্রান্তিক কৃষক। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধির ফলে প্রতি কেজি ধানের উৎপাদন খরচ পড়ে প্রায় ১৫.৫ টাকা, অথচ বাজারে প্রতি কেজি ধানের মূল্য ১৫ টাকা বা তারও কম। প্রতি বছরের বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও ভর্তুকির অনেকটাই গ্রাস করছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। ফলে প্রকৃত কৃষকের কাছে এ সব সুবিধা পৌঁছে না। কৃষি উপকরণের উচ্চমূল্য বিশেষ করে জ্বালানি তেলের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি ও ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় কৃষক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ হারানোর ফলে চলতি মৌসুমেই বোরো চাষ কম হবে বলে জানা গেছে। এর ফলে আগামী দিনে খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস পেলে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

সরকার খাদ্য নিরাপত্তাকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বর্তমান সরকারের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার কৃষিখাতে বীজ, সার, বিদ্যুৎ ও ঋণ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, উৎপাদন খরচ হ্রাসের লক্ষ্যে ভর্তুকি বৃদ্ধি করেছে। যৌক্তিক মূল্যে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ, খাদ্যের সহজলভ্যতা ও কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে যুগোপযোগী খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৭৩৪.৪ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে সরকার 'National Food Policy Capacity Strengthing Project' বাস্তবায়ন করছে। দেশের নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি প্রণয়ন অব্যাহত রেখেছে, যাতে কৃষিখাতসহ উৎপাদনশীল খাতে ঋণপ্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে তফসিলি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে ১৪ হাজার ১৩০ কোটি টাকা কৃষিঋণ প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

লেখক: উপ মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়

বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী

পদ্মাবিধৌত নগরীর অর্থনীতির প্রাণ

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার বর্তমান সংখ্যা থেকে শাখা অফিসগুলোর পরিচিতি দেয়া হবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী সম্পর্কে নানা তথ্য নিয়ে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন বিভাগীয় সম্পাদক মহুয়া মহসীন।

বাংলাদেশে আম কিংবা রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত রাজশাহী জেলা- এ তথ্যটি এখন আর কারও অজানা নেই। পদ্মাপাড়ের এ শহরটি শিক্ষা নগরী হিসেবেও বেশ সুপরিচিত। এককালের বরেন্দ্রভূমির মধ্যমণি একালের বৃহত্তর রাজশাহী জেলা। এই রাজশাহী গড়ে ওঠে রামপুর-বোয়ালিয়া নামের বৃহৎ দুটি গ্রামের সমন্বয়ে- প্রথমে থানা, পরে জেলা শহর রাজশাহী। রাজশাহী জেলা শহরে রূপান্তরিত হবার পূর্বে রাণী ভবানীর স্মৃতি বিজড়িত নাটোরই ছিল এ অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টারের বিবরণী থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে নাটোরের আশেপাশের নদী-নালাগুলো ভরাট হয়ে গেলে পানি নিষ্কাশনে অসুবিধা দেখা দেয়। তাই দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যবসাকেন্দ্র হলেও নাটোরের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের সারাবছর নাব্য নদীর কোন সংযোগ না থাকায় ব্যবসায়ীদের কাজে-কর্মে বেশ অসুবিধা হতো। এসব কারণেই ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে নাটোরের প্রশাসনিক কেন্দ্র রামপুর-বোয়ালিয়া অর্থাৎ আধুনিক রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। রাজশাহী পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়, দ্বিতীয়ত এটি নদী তীরবর্তী হওয়ায় আবহাওয়াগত দিক থেকেও হয় স্বাস্থ্যকর।

১

২

৩

৪

(১) পুরাতন অফিস ভবন (২) নতুন অফিস ভবন (৩) উপ মহাব্যবস্থাপক ব্যাংক কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন (৪) অটোমেশনে রাজশাহী অফিস (৫) এক অনুষ্ঠানে রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া (৬) লাইব্রেরী (৭) চিকিৎসা কেন্দ্র (৮) ভিআইপি গেস্ট হাউজ

ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর ইতিহাস

কালের পরিক্রমায় এবং ভৌগোলিক পট পরিবর্তনের ফলে অতিদ্রুত রাজশাহী একটি পূর্ণাঙ্গ শহরের রূপলাভ করে। এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশ সম্প্রসারিত হওয়ায় ১৯৭০ সালে এ শহরে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকার ডেপুটি গভর্নর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি শাখা খোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়। অফিস শুরু হয় একটি মাত্র কার্যক্রম দিয়ে। সেটি ছিল এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ইউনিট অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম। ১৯৭০ সালের ১ জুলাই সহকারী নিয়ন্ত্রকের অফিস হিসেবে চালু হওয়া এ অফিসের সর্বমোট লোকবল ছিল ১২ জন। তখন এ অফিসে ছিলেন একজন সহকারী নিয়ন্ত্রক, দুইজন এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল অফিসার, স্টেনোগ্রাফার ১ জন এবং ক্লার্ক ৩ জন। এছাড়াও কর্মচারী ছিল আরও ৫ জন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এবং অফিস শুরুর দীর্ঘ আট বছর পর ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী শাখায় ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। তখন সহকারী নিয়ন্ত্রক এর পরিবর্তে শাখা প্রধানের পদবী হয় ব্যবস্থাপক। এ অফিসের প্রথম ব্যবস্থাপক ছিলেন এম এ কাশেম। বর্তমানে মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া এ অফিসের অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অফিসভবনের সেকাল-একাল

রাজশাহী অফিস যে ছোট দুটি ভবন নিয়ে শুরু হয় তার একটি কালের স্মৃতি বয়ে নিয়ে চললেও অপরটি আর নেই। পুরনো ভবনের একটি অংশ ভেঙ্গে সে জায়গায় এখনকার মূল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। অপর অংশটিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে দাপ্তরিক কিছু কার্যক্রম এখনো পরিচালিত হচ্ছে। তবে ১৯৮৫ সালে বর্তমানের মূল অফিস ভবনটি তৈরির সময় অফিস স্থানান্তর করা হয় পেছনের পুরনো একটি টিনসেড বিল্ডিংয়ে, যা এখন অফিসের গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রাজশাহী কাজীহাটায় অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন প্রায় ৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভবনটির স্থপতি ছিলেন এম.কে.বেগ। ১৯৮৫ সালে ভবনটির নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং নির্মাণ শেষে ১৯৯১ সালে ভবনটি উদ্বোধন করা হয়। ব্যাংকের মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টিনন্দন বাহারি ফুলের বাগান। এরপর মূল ভবনের পোর্চের উপরিভাগের দেয়ালে নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে তৈরি বড় একটি ম্যুরাল। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর তৈরি এ ম্যুরালের শিরোনাম

৫

৬

৭

৮

'মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ঃ রাজশাহী'। মূল ভবনের নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে ব্যাংকিং হলের প্রবেশদ্বারের ঠিক পাশেই আরেকটি ম্যুরাল। 'আবহমান বাংলা ঃ বরেন্দ্র' শিরোনামে কাঠ ও ধাতুর তৈরি এ ম্যুরালটি নির্মাণ করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী আব্দুর রাজ্জাক। সুপরিসর ব্যাংকিং হলে জনসাধারণকে সেবাদানের জন্য রয়েছে বিভিন্ন কাউন্টার। তিনতলা বিশিষ্ট অফিস ভবনের দোতলা ও তিনতলায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চেম্বার, লাইব্রেরী এবং বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে।

মূল ভবনের পশ্চিম সংলগ্নী ভবনে রয়েছে চিকিৎসাকেন্দ্র, যেখানে ২ জন চিকিৎসক অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন। এছাড়াও এ ভবনে আছে স্টাফ ক্যান্টিন ও মসজিদ এবং তিনতলায় অতিথিদের জন্য গেস্ট হাউজ।

মূল অফিসের পূর্বসংলগ্নী ভবনে (যেটিতে রাজশাহী অফিসের কার্যক্রম প্রথম শুরু হয়) নীচতলায় অফিসের কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ভিআইপি গেস্ট হাউজ।

অফিসের কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে বর্তমানে দুই শতাধিক কর্মকর্তা বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত আছেন। প্রশাসন বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগের বিভিন্ন শাখা, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, কৃষি ঋণ ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ এবং ক্যাশ বিভাগের মাধ্যমে সেখানে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী বিভিন্ন ব্যাংকের শাখাসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। বর্তমানে এ অফিসের পরিদর্শন এরিয়াভুক্ত ব্যাংক শাখার সংখ্যা ৫৮৬টি। এছাড়াও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ২৯টি অনুমোদিত ডিলার শাখা ও ৬টি অনুমোদিত মানি চেঞ্জিং প্রতিষ্ঠান রাজশাহী অফিসের পরিদর্শন এরিয়ার আওতাভুক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করলেও কৃষিঋণ বিতরণ ও এসএমই ঋণ বিতরণ ব্যাংকের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০১২ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৭৭৯.৬৭ কোটি টাকা এবং নভেম্বর পর্যন্ত কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৩৯৬০৬.৮৪ লক্ষ টাকা ।

আবাসন ও বিনোদন ব্যবস্থা

রাজশাহী অফিসে অতিথিদের জন্য অফিস প্রাঙ্গনেই দুটো গেস্ট হাউজ আছে। একটি পূর্ব সংলগ্নী ভবনে এবং অপরটি পশ্চিম সংলগ্নী ভবনে। এ অফিসের নিজস্ব কোন ডরমিটরী নেই। তাই বহিঃকেন্দ্র হতে বদলিকৃত কর্মকর্তাদের জন্য শহরের লক্ষ্মীপুর, ভাটাপাড়া এবং পদ্মা আবাসিক এলাকায় দুইটি ভাড়া করা অফিসার্স হোস্টেল আছে।

এ অফিসের কর্মকর্তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যাংক ক্লাব নিয়মিতভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক নাটক আয়োজন করে। এ ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিভিন্ন বিশেষ দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

রাজশাহী অফিসে ডিজিটাইজেশন

রাজশাহী অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রমে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অটোমেশন শুরু হয়েছে। SAP, Medical Information System, Clearing, Prizebond Matching System, Library Management System, Exp Matching, Human Resource Management System সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের আরও বেশ কয়েকটি নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেখানে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। তবে সময়ের সাথে সাথে ব্যাংকগুলোর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন শুধু নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নয়, বরং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম তদারক করে থাকে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় ইউসিবিএল ব্যাংক এর এফভিপি সেলিম রেজা খান জানান, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অভিভাবকের মত হলেও সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সময় স্থানীয় ব্যাংক শাখা পরিদর্শন, জাল নোট, ত্রুটিযুক্ত নোট, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধসহ বিভিন্ন ধরনের সভা সেমিনার ওয়ার্কশপ করে মূলত ব্যাংকগুলোকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়।

প্রধান কার্যালয়ের কাছে প্রত্যাশা

একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের যাবতীয় সাফল্য নির্ভর করে শাখাগুলো কেমন কাজ করছে তার ওপর। দেশের অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই শাখা অফিস হিসেবে প্রধান কার্যালয় থেকে পৃথক মনে হয় কি-না এ প্রসঙ্গে উপ মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব বলেন, প্রধান কার্যালয় থেকে নিজেদের পৃথক ভাববার কোন কারণ নেই। প্রধান কার্যালয়কে সকল শাখা অফিসের বিভিন্ন কাজে সহায়তা দানের পাশাপাশি নিজেদের কাজও সম্পন্ন করতে হয়।

শীতকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য সময়টাতে রাজশাহীর তাপমাত্রা তীব্র হওয়াতে বেশ গরম পড়ে। তাই অফিসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করা গেলে অফিসের কর্মপরিবেশ আরও উন্নত হবে বলে জানালেন যুগ্ম পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম। পাশাপাশি ভবনটিতে লিফটের ব্যবস্থা করা গেলে তা অসুস্থ ও বয়স্ক মানুষের জন্য উপকারী হবে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী পদ্মাবিধৌত এ নগরীর অর্থনীতির প্রাণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা ও কার্যক্রম এ অঞ্চলে সুস্পষ্ট ও সুচারুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে রাজশাহী অফিস। এ অফিস তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে বলে রাজশাহীসহ এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি দৃঢ় এবং সুসংহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

নক্ষত্রের রাত

মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান

কাল সারা রাত নক্ষত্র দেখেছি আকাশে
মাঝে মাঝে সিগারেটের ধোঁয়ায়
আচ্ছন্ন করেছে সপ্তর্ষীমণ্ডল,
বুধ-মঙ্গল সবই ছিল তবু
কি যেন ছিলনা নীলাভ আকাশে।
হেমন্তের তন্দ্রাচ্ছন্ন রাতে খুব
কাছাকাছি তোমার নাকফুলটি
আমাকে জানান দিলো তুমি আছো
আমার দৃষ্টিসীমায়। আমি যেন
বলাকা হই বিচ্ছিন্ন মেঘে, পুরো
রাতজুড়ে আলিঙ্গনে তৃষ্ণা মুছি;
তুমি জীবন ফিরে পাবে এ রাতে।
অতৃপ্ত বাসনা-মরা স্বপ্নগুলো
রাধার আঁচলজুড়ে দেবে প্রেম,
ঝিঁ ঝিঁ পোকা বাজাবে কৃষ্ণের বাঁশি
তুমি হবে আমি, আমি হবো তুমি...
আকাশের সাথে কিছুই নেই আমার
তারপরও অনেক কিছু অনেক মায়া
তোমার সাথে আমার অনেক কিছু
অথচ সব শূন্য
ঠিক যেন পথভোলা পথিকের
একটু ঘুর পথে গন্তব্যে ফেরা
এইতো, আরকি, এইসব....

দূর নীলিমায়

মোঃ ময়েজ উদ্দীন

তপ্ত বিজনে কাঁদি নিরজনে এই হল মোর দশা,
সেই যে তুমি গেলে চুমি' দিয়ে গেলে শুধু আশা।
এখন আমি দিবা যামী ডাকি যে বারে বার
হয়নিকো বুঝি সময় আজি ফিরে আস একবার।
আঁখি হল ছল ছল তনু অবসান
অশ্রু-বারি তাও যে অরি সেথা ফিরে শ্মশান।
গোধূলী লগনে পূজার আসনে বসি' নিরালায়
হরি' নিলে কোথা গেলে দেখি আলেয়ায়।
মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে শিহরি' উঠি হায়
শর্বরী হানে আঁধার গগণে একাদশী তাকায়।
হবে হবে না চেনা জানা মিথ্যে আরাধনা
সন্ধ্যা ঘন কুঞ্জবন হৃদয় বিড়ম্বনা।
নিশি শেষে অরুণ এসে করুণগীত গায়
সময় গেলে কেন এলে বিচিত্র কামনায়!
যা ছিল আর প্রীতি উপহার দিলাম থরে থরে
নদীকূলে হায় বসে আছি তায় চোখে জল ঝরে।
তোমাতে আমাতে রজনী প্রভাতে হবে শেষ দেখা
দেখিবে শুধু আকাশে ধূ-ধূ বধূ বরণ রেখা।
ছুঁবে না যার কুন্তল আর কপোল হাতে হাতে
দুঃখ কর না, হে মৃগনয়না হবে না দেখা তোমার সাথে।
ক্রান্তি লগনে আমারে মনে জাগিয়া উঠিলে হায়
চেয়ে দেখিবে ওষ্ঠ হাসিবে সেই দূর নীলিমায়।

স্বাধীনতা

মোঃ কবিরুল ইসলাম (কবির)

সেই ছোট্ট বেলা মাকে হারিয়েছে
কিন্তু বাবার স্নেহে কখনই বুঝতে পারেনি যে,
সে মাতৃহারা এক বালক।
বাবার অতি আদরে বড় হতে হতে
একদিন সে ২১ বছরে পা রাখল।
ঠিক সে সময়েই ডাক এল.....
তোরা কে আছিস, দেশ মাতৃকাকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে যাবি ?
হঠাৎ একদিন ভোর রাতে বাবার পায়ে হাত রেখে
সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটি বলল–
বাবা, আমি যুদ্ধে যেতে চাই,
জন্মের পরে মা-কে দেখিনি তো
তাই দেশ মাতৃকাকে রক্ষার জন্য ডাক এসেছে
তুমি যদি অনুমতি দাও ....
বাবা চোখ মুছতে মুছতে বলল
তোর মা-কে তো তু-ই রক্ষা করবি, এটা যে তোর দায়িত্ব।
সেই থেকেই শুরু হলো বৃদ্ধ বাবার
একমাত্র অবলম্বনের যুদ্ধ যাত্রা।
তাইতো বাবা আজ তার জীবনের শেষ প্রহরে দাঁড়িয়ে
একটি প্রশ্নই করছে–
স্বাধীনতা তুমি এমন কেন ?
তুমি আমার বুকের মানিক রে কই রাইখ্যা আইলা ?
তুমি আইলা, কিন্তু আমার পোলারে যে আনলা না ?
বাজান আমার,
যাওনের কালে আমারে কইয়া গ্যাছিল,
হ্যায় স্বাধীনতারে সাথে লইয়া বাড়ি আইব।
আইজ তুমি যে একা আইলা ?
আমার বাজান রে আনলা না ?
আমার বাজানে কই ?

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা

সুবলকুমার বণিক

সনদপত্র নয়

সনদপত্র-সে তো লিখছে সবাই
তার সাথে শুদ্ধতা হচ্ছে জবাই
পত্রটা কেটে লেখো শুধুই **সনদ**
তাহলেই কেটে যাবে সকল গলদ।

['সনদ' মূলত আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে 'হুকুমনামা', 'ফরমান', 'দলিল', উপাধিপত্র'। ইংরেজিতে যেটি 'certificate', সেটিও 'সনদ'। আজকাল কোন বিশেষ শিক্ষাকোর্সে এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদেরও 'সনদ' প্রদান করা হয়। 'সনদ' শব্দটির মধ্যেই 'পত্রে'র অর্থটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 'সনদ'ই যথেষ্ট, তার সঙ্গে 'পত্র' যোগ করবার কোন কারণ নেই। সুতরাং 'সনদপত্র' নয়, 'সনদ'। তবে 'প্রশংসাপত্র', 'প্রত্যায়নপত্রে' কোন ভুল নেই। ইংরেজি charter শব্দের অনুবাদও 'সনদ'। যেমন, 'জাতিসংঘ সনদ', 'সার্ক সনদ'।]

নিমগাছ

বনফুল

লেখক পরিচিতি

বনফুল বাংলা সাহিত্যে একটি অতি প্রিয় নাম। লোককান্ত। রসিকচিত্ত-চমৎকারকারী। সাহিত্যের চতুরঙ্গ-বর্ত্মে কলাকুশলে জীবন-শিল্পী তিনি। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে ছোটগল্পে তাঁর সৃষ্টিকর্ম যেমন অক্লান্ত তাঁর জীবনজিজ্ঞাসাও তেমনি অন্তহীন। প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে তাঁর লেখনী অজস্রবর্ষী। কাব্যে-বিশেষত প্রথমদিককার রঙ্গব্যঙ্গমিশ্র হাস্যসরস কাব্যে তাঁর পরিহাসরসিক চিত্তের সমধিক পরিচয় পাওয়া যাবে। নাট্য-সাহিত্যে– বিশেষত জীবনী-নাট্য-রচনায় মধুসূদন-বিদ্যাসাগরের স্রষ্টা হিসেবে তাঁকে নবযুগের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। কিন্তু কথাসাহিত্যেই তাঁর শক্তিমত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। অবশ্য সেক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক বনফুল আর ছোটগল্প-স্রষ্টা বনফুলের মধ্যে পার্থক্য অনেক। উপন্যাস তাঁর নিত্যনবায়মান শক্তিমত্তার সাক্ষ্যমঞ্চ, কিন্তু ছোটগল্পেই রয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতিভার স্বক্ষর।

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।

কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই...

কিংবা ভেজে বেগুন-সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।

কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক...দাঁত ভালো থাকে।

কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।

বলেন–"নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।"

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ–সে আর-এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল,–"বাঃ কি সুন্দর পাতাগুলি...কী রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার...একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে বাঃ–"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

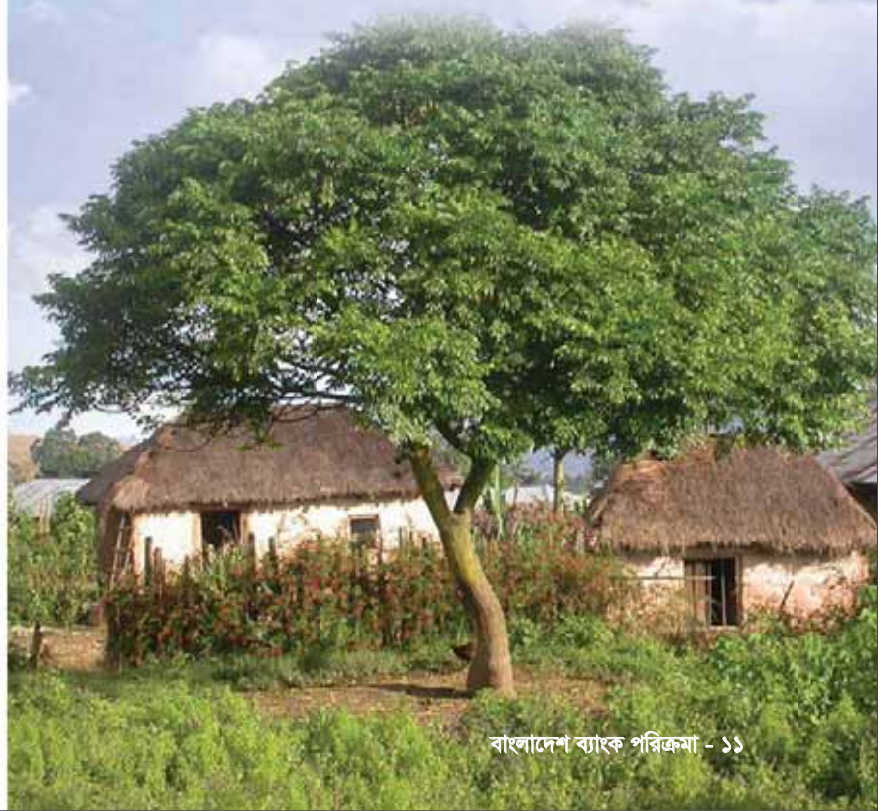

কম্পিউটারে লেখালেখি

মোঃ ইকরামুল কবীর

অফিসের অনেক নোট তৈরিতে এবং প্রায় সময় কাজ করার জন্য Page Footer এ ফাইল এর লোকেশন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অফিস ২০০৭ এ অনেকে এক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন। নিম্নের চিত্র অনুযায়ী এটা খুব সহজেই করা সম্ভব।

১. প্রথমে অফিস ২০০৭ খুলুন, এবং Insert এ ক্লিক করুন, এরপর Footer এ ক্লিক করে Blank সিলেক্ট করুন, চিত্র নিম্নরূপ–

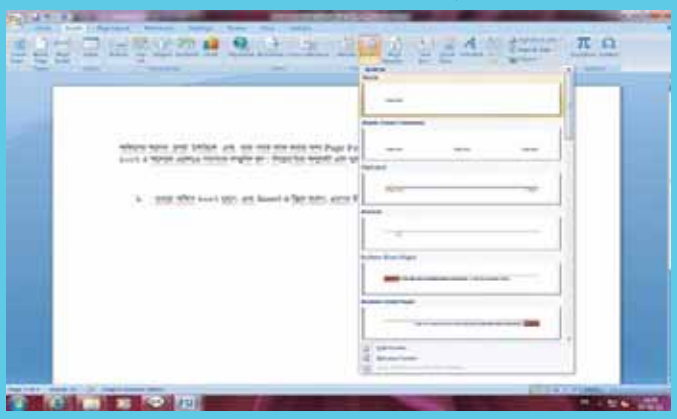

২. এরপর Quick Parts হতে Field সিলেক্ট করুন, একটা ডায়ালগ বক্স আসবে, এই বক্স হতে categories > Filename করে দিন, ও Add Path to Filename এর বাম পাশের বক্স এ টিক চিহ্ন দিয়ে দিন, তারপর OK ক্লিক করুন। চিত্র নিম্নরূপ–

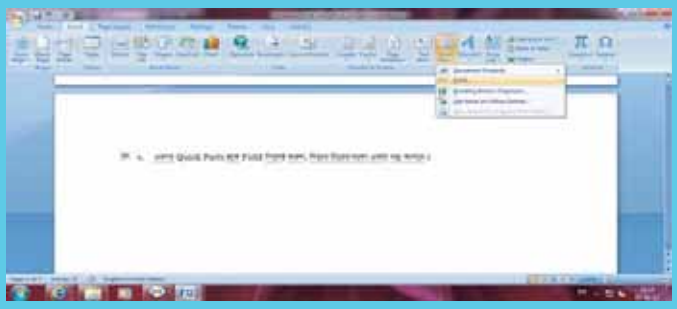

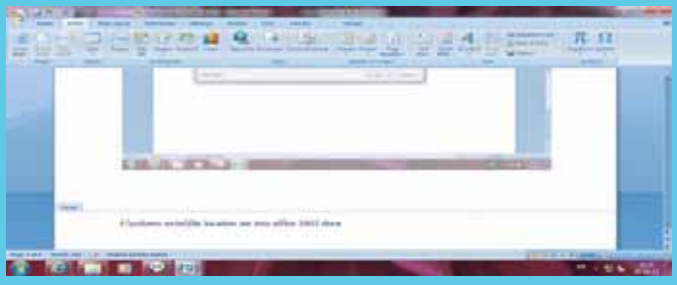

লেখক: সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ই মেইলঃ kabir.ekramul@bb.org.bd

নেট বিনোদন

২০১২ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ এহসানুল হক
মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ

মাতাঃ নাহিত সুলতানা
পিতাঃ মোঃ শামছুল হক-৫
(ডিডি, সিএসডি-১, প্র.কা)

সামিন তাসনিয়া
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতাঃ মরিয়ম আক্তার
পিতাঃ ফিরোজ মোঃ কামাল হাসান
(ডিডি, এবিডি, প্র.কা)

মোঃ মোস্তানসিন জায়েদ চৌধুরী
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতাঃ জুবাইদা গুলশান আরা
পিতাঃ মোঃ আবদুল মান্নান চৌধুরী
(সিনিয়র কেয়ারটেকার, চট্টগ্রাম)

জাইমা ওয়াসির শশী
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতাঃ জাহানারা বেগম
(এডি, চট্টগ্রাম)
পিতাঃ মোঃ জসিমউদ্দিন

মোহাম্মদ সাদমান খালেদ
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতাঃ মমতাজ বেগম
পিতাঃ মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ
(ডিডি, চট্টগ্রাম)

অদিতি বিশ্বাস
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতাঃ অনিতা বিশ্বাস
পিতাঃ বিষ্ণুপদ বিশ্বাস
(ডিজিএম, গবেষণা বিভাগ
প্র.কা)

উম্মে সাবিহা শামা
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতাঃ সাজেদা বেগম
পিতাঃ মোঃ আব্দুল হালিম মিঞা
(ডিডি, ডিবিআই-২, প্র.কা)

মোঃ শরফুল ইসলাম (মাহির)
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

মাতাঃ মেহের পারভীন
পিতাঃ ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন
(জেডি, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা)

মোহাম্মদ সামিন হাসান
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

মাতাঃ শরীফা আক্তার ছিদ্দিকা
পিতাঃ মোহাম্মদ জাকির হাসান
(পি. মে. ই, আইটিওসিডি, প্র.কা)

২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ মহিদুল ইসলাম হীরা
মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ

মাতাঃ ফরিদা রহমান
পিতাঃ মোঃ মজিবুর রহমান
(এডি, বিআরপিডি, প্র.কা)

তাসনিন তাবাস্‌সুম
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

মাতাঃ রহিমা বেগম
(এডি, এবিডি, প্র.কা)
পিতাঃ মোঃ রেজাউল করিম

মোঃ সাকিবুর রহমান (শ্রাবণ)
মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

মাতাঃ শিরীন আক্তার রুবী
পিতাঃ মোঃ মিজানুর রহমান-১
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

মুনতাসির হিমেল
সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়

মাতাঃ তাসলিমা আক্তার
(এডি, ইডি-১০ মহোদয়ের শাখা)
পিতাঃ মোঃ আঃ রাজ্জাক

ফারজানা ইয়াসমিন জ্বীম
সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

মাতাঃ পিয়ারা বেগম
পিতাঃ মোঃ জিকরুল মিঞা
(এডি, ডিবিআই-১, প্র.কা)

জারীন তাসনীম সায়মা
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতাঃ মানসুরা পারভীন
(জেডি, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা)
পিতাঃ মোঃ আখতার হোসেন

সেরা ছাত্রীর সম্মাননা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের উপ মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব ও নিলুফার দেওয়ানের একমাত্র কন্যা যাহিন ওয়াহাব ২০১২ সালের জন্য ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের সেরা ছাত্রীর সম্মাননা অর্জন করেছে। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রমে উৎকর্ষতা প্রদর্শনের জন্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ যাহিনকে Certificate of Merit ও ডাঃ এইচ বি এম ইকবাল ক্রেস্ট এ ভূষিত করেছে।

২৬ জানুয়ারি ২০১৩ স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে যাহিনের হাতে এ সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট তুলে দেন।

ড. হাসান জামান

– প্রধান অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক

মুদ্রানীতি প্রণয়ন বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সঠিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. হাসান জামান এবারের পর্বে মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন

সাধারণ কথায় মুদ্রানীতি বলতে কী বুঝায়?

মুদ্রানীতিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করাই শ্রেয়। সাধারণত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান ও আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তী ছয় মাসের একটি সার্বিক শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাপনা কাঠামোই হলো মুদ্রানীতি।

মুদ্রানীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী ইঙ্গিত করে থাকে?

বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে সাধারণত মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। মুদ্রানীতি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যাতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে এদের মধ্যে সর্বদা একটি সমতা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। তাই মুদ্রানীতি আর্থিক খাতের দৃঢ়তা বা স্থিতিশীলতা অর্জন এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপরই ইঙ্গিত করে থাকে।

মুদ্রানীতির স্টেকহোল্ডার কারা- অর্থাৎ কাদের জন্য মুদ্রানীতি প্রকাশ করা হয়ে থাকে?

সাধারণত মুদ্রানীতির স্টেকহোল্ডার হলো আর্থিক ও অনার্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সমাজ, অর্থনীতিবিদ, বিদেশী বিনিয়োগকারী, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সমাজ তথা দেশের আপামর জনগণ।

মুদ্রানীতির প্রভাব স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি হয়ে থাকে। একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলবেন কি, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির/আর্থিক খাতের কোন কোন চলকসমূহের ওপর কী ধরনের প্রভাব কিভাবে ফেলে?

স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে মুদ্রানীতি সাধারণত মূল্যস্ফীতি, বিনিময় হার ও প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। ২০১১ সালে আমাদের মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কের ঘরে ছিল। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিও সহনশীলতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে তখন মুদ্রা প্রবাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। এতে বর্তমানে মূল্যস্ফীতির মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রয়েছে। ২০১১ সালে আমদানি চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ডলারের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল, ফলে বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন পরিলক্ষিত হয়েছিল। তখন স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আমদানি চাহিদা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ডলারের চাহিদাও হ্রাস পেয়েছিল, ফলে বিনিময় হার স্থিতিশীল হয়েছিল। এছাড়া, মুদ্রানীতির ওপর ভিত্তি করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের হার পরিবর্তিত হয়, যার ফলে বিনিয়োগের পরিমাণের রূপও পরিবর্তিত হয়। তবে প্রবৃদ্ধির জন্য ঋণের হার ছাড়াও অবকাঠামো উন্নয়ন, সরকারি সহযোগিতা, ভূমির সহজলভ্যতা, পর্যাপ্ত জ্বালানির নিশ্চয়তাও বিধান করতে হবে।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি একে অপরের পরিপূরক। আবার কখনো কখনো সংঘাতমুখী হতে পারে। রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি কিভাবে সমন্বয় করা হয়ে থাকে?

প্রাইভেট সেক্টর থেকে সরকারের ঋণগ্রহণের ফলেই মূলত রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। সরকার প্রতি বছরের বাজেটে প্রাইভেট সেক্টর থেকে ঋণগ্রহণের একটি মাত্রা নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণত সার্বিক ঋণের ২০% সরকার এবং বাকি ৮০% প্রাইভেট সেক্টর নিয়ে থাকে। যদি সরকারি ঋণমাত্রার রূপরেখা বুঝা যায় তাহলে মুদ্রাপ্রবাহ সমন্বয়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট ঋণের মাত্রার রূপরেখা পরিবর্তন করা যায় বা তাকে টেনে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ বিষয়গুলো সমন্বয়ের জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে একটি coordination council রয়েছে যার বৈঠক প্রতি ত্রৈমাসিকে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেট উন্নয়ন, ট্রেজারি বিল ও বন্ডের নিলাম পঞ্জিকা প্রণয়ন, সঞ্চয়পত্র সুদের হার নির্ধারণসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে Cash & Debt Management Committee (CDMC) রয়েছে। এছাড়া, IMF, ADB, World Bank এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলোচনার জন্যও সরকারি পর্যায়ে একটি সমন্বয় কমিটি রয়েছে।

মুদ্রানীতি কি শুধুমাত্র মূল্যস্ফীতি (Inflation) ব্যবস্থাপনার জন্যই প্রণয়ন করা হয়ে থাকে?

এ বিষয়ে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি

ব্যবস্থাপনা ছাড়াও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান ও আর্থিক খাতের স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে?

এ বিষয়টি মূলত বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এক বছর পূর্বে যখন মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী ছিল তখন তা নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাজনিত কারণে সম্প্রতি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে কিছুটা স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। এতে বিনিয়োগ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি আমদানিও হ্রাস পেয়েছে। ফলে এবারের মুদ্রানীতি প্রণয়নে মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মুদ্রানীতি দ্বারা কিভাবে 'সম্পদমূল্য বুদবুদ (Asset Price Bubble)' থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করা যায়?

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণের সুদের হার কমিয়ে দিলে জাতীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এতে অনুৎপাদনশীল খাতে অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রবাহ সম্পদমূল্য বাড়াতে ভূমিকা রাখে। যথার্থ মুদ্রানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে তারল্যপ্রবাহ ও মূলধন সঞ্চিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে মধ্যমমেয়াদে অর্থনীতিতে অনুৎপাদনশীল খাতে অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রবাহের লাগাম টেনে ধরা যায়। তবে এর জন্য একটি যথাযথ ভূমি মূল্যসূচক প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আর্থিক খাতের ঋণের বিপরীতে রক্ষিত গ্রাহক জামানতের অতিমূল্যায়ন রোধে পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি ঋণের অর্থ যেন ফটকা কারবারে ব্যবহৃত না হয় তা পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা জরুরি। আবার আর্থিক খাতের বিপুল নগদ অর্থ যাতে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ না হয় তাও নজরদারিতে রাখা প্রয়োজন।

কোনো দেশের শেয়ার বাজার প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রানীতি দ্বারা প্রভাবিত না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। কথাটার সরল ব্যাখ্যা কিভাবে করবেন?

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনই মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য। যদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয় এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি বজায় থাকে তাহলে শেয়ার বাজারে এর একটি ইতিবাচক প্রভাব থাকা অবশ্যই সঙ্গত। এক্ষেত্রে রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় শেয়ার বাজারে ব্যাংকিং খাতের এক্সপোজারকে যথাযথভাবে বজায় রাখার মাধ্যমে শেয়ার বাজার প্রভাবিত হতে পারে।

মুদ্রানীতি জনসমক্ষে প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা কী?

এ বিষয়ে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মুদ্রানীতির মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার অর্থনীতির নানা দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করার পাশাপাশি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এছাড়া মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনা, দেশের আর্থিক খাতের দৃঢ়তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম জনগণের সামনে তুলে ধরাও মুদ্রানীতির লক্ষ্য।

আর্থিক খাতে তারল্য নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি দেখা যায়। এক্ষেত্রে পরিত্রাণের উপায় কী?

তারল্য সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে তারল্য প্রবাহ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে ও নীতিনির্ধারণী সুদের হারে পরিবর্তন এনে তা নিরসনে ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বাজারে তারল্যপ্রবাহে কোনো ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কল মানি রেট এর দিকে লক্ষ্য করলেই তা অনুধাবন করা যায়, যেখানে আন্তঃব্যাংক সুদের হার ৮%-৯% এর মধ্যে অবস্থান করছে।

কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তারল্য না থাকাটা ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ তারল্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী কী ব্যবস্থা নিতে পারে?

এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক খাতের যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ ধরণের কোনো প্রতিষ্ঠানকে সনাক্ত করা গেলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির জন্য বলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানতের সুদ হার সম্পর্কিত সঠিক তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংককে না জানিয়ে ঘোষিত হারের চেয়ে বেশি হারে তা প্রদান করছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে তদারকি কার্যক্রম শুরু করেছে। যার মাধ্যমে চিহ্নিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ জবাবদিহিতার মধ্যে আনা সম্ভব হবে।

বেসরকারি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা মুদ্রানীতিতে আছে কিনা?

যেহেতু এবারের মুদ্রানীতিতে রেপোর সুদের হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানো হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আমরা চাচ্ছি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও যেন ঋণের সুদের হার কমায়। এতে দেশের সার্বিক বেসরকারি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

দেশের কর্মসংস্থান বেগবান করার নিমিত্তে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাবনা কী?

বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদাই বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেগবান করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর জন্য বিভিন্ন সেক্টরে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণসহ পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করা হয়েছে। কৃষিখাত ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপক ভিত্তিতে ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। তাছাড়া এবার প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এবারের মুদ্রানীতিতে রেপোর সুদের হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানো হয়েছে, যার ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের সুদের হার হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। এতে দেশের সার্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়

বাংলাদেশ ব্যাংকে
NRB Bond Communication Unit

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট এবং প্রিমিয়াম বন্ড সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশী ও দেশে তাদের স্বজন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান এবং এ সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এ NRB Bond Communication Unit নামক একটি বিশেষ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উল্লিখিত বন্ডসমূহ সম্পর্কে যে কোন তথ্য জানতে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরাসরি NRB Bond Communication Unit এর সাথে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে।

NRB Bond Communication Unit
Debt Management Department
27th Floor, 2nd Annex Building
Bangladesh Bank, Head Office
Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: +880-2-9530190
PABX: +880-2-9530010-75, Ext: 3296, 3285 & 3272
Fax: +880-2-9530205, email: nrb.info@bb.org.bd

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহে

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম

১৯৭০ সালে আঁকা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম 'প্যালেস্টাইন' (ড্রয়িং পেন)

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর সহধর্মিণী বেগম জাহানারা আবেদিনের কাছ থেকে 'প্যালেস্টাইন' শিরোনামের চিত্রকর্মটি গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে শিল্পাচার্যের পরিবারের সদস্যগণ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন

বাঙালি জাতিসত্তার সার্থক ব্যাখ্যাকারী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি চিত্রকর্ম বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বেগম জাহানারা আবেদিনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছেন। প্যালেস্টাইন শিরোনামের চিত্রকর্মটি গ্রহণের পর গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর অনুভূতি প্রকাশকালে বলেন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহকে আরও সমৃদ্ধ করবে। ইতিপূর্বে জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম না থাকায় একটি অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছিল। আজকের এই শিল্পকর্ম প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহশালা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু আর্থিক দিক নয়, শিল্প-সংস্কৃতি ও মানবিক বিষয়েও অবদান রেখে চলেছে।

গভর্নর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত ও স্থাপিত চিত্রকর্ম, ম্যুরাল ও ভাস্কর্য সম্বলিত একটি এলবাম প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এই চিত্রকর্মটি প্রকাশিতব্য এলবামটিকে আরও মূল্যবান করে তুলবে। গভর্নর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ এই চিত্রকর্ম সংগ্রহের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সহধর্মিণী বেগম জাহানারা আবেদিন বলেন, সুদীর্ঘ ৪৩ বছর আমি চিত্রকর্মটি আগলে রেখেছিলাম। আমি সন্তুষ্ট যে চিত্রকর্মটি এতদিন পর যথাস্থানে সংরক্ষিত হলো। তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের আগ্রহের জন্য তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৭০ সালে আরবলীগ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে প্যালেস্টাইনের আল-ফাতাহ্ গেরিলা গ্রুপের সাথে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় ঘুরে এই চিত্রকর্মটি অংকন করেন। শিল্পাচার্য 'প্যালেস্টাইন' শিরোনামের (সাইজ ২৮ সে. মি. X ৩৬ সে. মি.) এই শিল্পকর্মটি জর্ডানে বসে এঁকেছিলেন এবং সুদীর্ঘ ৪৩ বছর চিত্রকর্মটি বেগম জয়নুল আবেদিনের তত্ত্বাবধানে ছিল। চিত্রকর্মটি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম বলে শিল্প সমালোচকরা মনে করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, নাজনীন সুলতানা ও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সহধর্মিণী বেগম জাহানারা আবেদিন, পুত্র ময়নুল আবেদিন, পুত্রবধু কোহিনূর আবেদিন এবং পৌত্রী জিহান আবেদিন ও তার স্বামী জুনায়েদ রব্বানী উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : কালার ক্যাম্পাস, ৩২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।